অহিংসা | ভেগান

দয়া এবং অহিংসা মনুষ্য জীবনের পন্থা হওয়া উচিত। সৎ ও সভ্য মানুষ এই মূল্যবোধগুলিকে পালন করেন। তাই চলুন ভেগান হওয়া যাক।

পশু পালনে নির্মম ব্যবহার

প্রাণীসম্পদ নির্ভর শিল্পগুলিতে বহু নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন করা হয়। যেমন কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিষিক্তকরণ, জন্মের পরেই সদ্যোজাত শিশু প্রাণীদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা অথবা জন্মের পর তাদের মায়েদের কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া, বদ্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, পর্যাপ্ত খাদ্য, পানীয় ও বাতাস ছাড়াই প্রাণীদের বন্দী করে রাখা, তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়া বা ক্ষত করে দেওয়া, সারা জীবনের মত পঙ্গু করে দেওয়া এবং পরিশেষে এই নিরীহ, অসহায় প্রাণীগুলিকে মানুষের লোভ চরিতার্থ করার জন্য হত্যা করা। অধিক আর্থিক লাভের জন্য এইসব শিল্পক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে প্রাণীদের প্রজনন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যাদের ওপর এতটা নির্মম অত্যাচার করে অসহনীয় কষ্ট দেওয়া হয়, তারাও আমাদের মত চেতনাসম্পন্ন জীব।

সহানুভূতি | সমতা | স্বাধীনতা | দায়িত্বশীলতা

মুরগী

যে ব্রয়লার গুলো খাওয়া হয় সেগুলো বড়জোর 45 দিন বয়সী বাচ্চা যাদের কৃত্রিম ভাবে ইঞ্জেকশন দিয়ে মোটা তাজা করানো হয়। তাদের বৃদ্ধি এত দ্রুত করানো হয় যে তাদের হাড় সেই ওজন সহ্য করতে পারেনা এবং এটা তাদের জন্য দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক। মানুষ প্রতিদিন প্রায় 20 কোটি মুরগি হত্যা করে তাদের রসনাতৃপ্তির জন্য। পৃথিবীতে ব্রয়লার মুরগী সবচেয়ে পীড়িত প্রজাতি।

ডিম

মুরগী প্রাকৃতিক ভাবে বছরে 12-15 টি ডিম উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু আমরা জিনগত পরিবর্তন করে এক নতুন প্রজাতির মুরগী সৃষ্টি করেছি যাদের জোর করে বছরে 250-300 ডিম উৎপাদন করানো হয়। এই মুরগী গুলো অতিরিক্ত ডিম উৎপাদন এর ফলে অবশেষে তাদের অন্ত্র বাইরে বেরিয়ে আসে এবং 7-8 মাসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে। পুরো পৃথিবীতে পোলট্রি শিল্প প্রতিদিন প্রায় 20 কোটি অব্যবহারযোগ্য পুরুষ বাচ্চা নৃশংসভাবে মেরে ফেলে।

ভেড়া/ ছাগল

পৃথিবীতে কৃত্রিম ভাবে জন্ম দেয়া ভেড়া ও ছাগল এর সংখ্যা প্রায় 300 কোটি, যার মধ্যে 150 কোটি প্রতি বছর মারা হয় খাওয়ার জন্য। কিছু ধর্মীয় উৎসবে উৎসর্গ করা হয়। যদিও বেশিরভাগ মারা হয় আমাদের রসনাতৃপ্তির জন্য এরা সাধারণত 15-20 বছর বাঁচতে পারে কিন্তু এদের 1 বছরের মধ্যে মেরে ফেলা হয়।

শুকর

শুকর অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী যাদের বুদ্ধিমত্তা/ IQ লেভেল একটি 4/5 বছরের বাচ্চার সমান।
পৃথিবী জুড়ে প্রতি বছর প্রায় 200 কোটি শুয়োর খাবার জন্য হত্যা করা হয়।
সাধারণত এরা বছরে একবার বাচ্চা প্রসব করে, কিন্তু আমরা তাদের বছরে 3 বার বাচ্চা প্রসব করতে বাধ্য করি।
এতে করে বিধ্বস্ত হয়ে পড়লে,1 বছরের মধ্যে তাদের মেরে ফেলা হয়।

YV Care

মাছ

আমরা জলজ প্রাণীগুলিকে সংবেদনশীল প্রাণী হিসাবে দেখি না, কারণ তারা আমাদের থেকে খুব আলাদা।আমরা এত বেশি পরিমাণে মাছ হত্যা করি এটি কেবলমাত্র টন হিসেবে পরিমাপ করা যেতে পারে। (যার 50 শতাংশ অবাঞ্ছিত) আমরা কেবল সামুদ্রিক জীবনই হত্যা করছি না, মহাসাগরগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করছি যা পুরো বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। যদি এটি অব্যাহত রয়েছে, কোনো কিছুই পৃথিবীর ধ্বংস থামাতে পারবে না।

মধু

এক চামচ মধু 10-12 টি মৌমাছির সারা জীবনের কষ্টের ফসল। আমরা সেই মধু চুরি করি যা তাদের বংশধর দের জন্য কষ্ট করে জমা করা। আমরা রানী মৌ মাছি এবং তার মৌচাক কে দখল করি। এই নিষ্ঠুর শিল্পে প্রতি বছর কোটি কোটি মৌমাছি হত্যা করা হয়। আমাদের মধুর লোভ চরিতার্থ করতে মৌমাছি ছাড়া অন্য প্রজাতি হাজারে হাজারে বিলুপ্ত হয়েছে।

দুগ্ধ

আজ ভারত পৃথিবীর শীর্ষ 3 গো মাংস রপ্তানীকারক এর মধ্যে পরিণত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র দুধ এর চাহিদার জন্য। বছরে 10 কোটি গবাদি পশুর (যার অর্ধেক নিরপরাধ বাছুর) মৃত্যু হয় আমাদের দুধের চাহিদা পূরণ করতে। যখন গরু জন্মদান ও দুধ উৎপাদন করতে অক্ষম হয়ে যায় তখন তাদের হয় রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয় অথবা মাংস ও চামড়ার জন্য কসাইখানায় বিক্রি করে দেওয়া হয় ।

চামড়া

ভারত বিশ্বের শীর্ষ চামড়া উৎপাদক। খামারে বৃহৎ সংখ্যায় প্রজনন করা পশুদের দুগ্ধ ও মাংসের জন্য শোষণ করার পর অবশেষে চামড়া শিল্পে সরবরাহ করা হয়। চামড়া এমন দূষণকারী শিল্প যে উন্নত দেশগুলি তা প্রত্যাখ্যান করে এবং ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি লাভ এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য এটা করে থাকে। চামড়া শিল্প এত বিস্তৃত যে প্রাণীকুল , নদী, জমি , আমাদের পুরো পরিবেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

YV Care

পশম

অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে উল সংগ্রহ করা হয়। কোন রকম অবশকারী ওষুধ প্রয়োগ না করেই বাচ্চা ভেড়াগুলিকে নির্বীজকরণ করা হয়। যাতে সঠিকভাবে এবং অবিকৃত অবস্থায় উল সংগ্রহ করা যায়, সেজন্যে তাদের লেজ ও লেজের আশেপাশের চামড়ার অংশ কেটে ছিঁড়ে বাদ দেওয়া হয়। প্রচন্ড উত্তপ্ত রড দিয়ে মেরে তাদের শিংগুলি শরীর থেকে আলাদা করা হয়। এত বীভৎস কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বহু ভেড়ার ছানা মরে যায়। আর এই রকম ভাবে একবার বা দুইবার উল সংগ্রহ করার পর ভেড়াগুলিকে মাংসের জন্য হত্যা করা হয়।

রেশম

কেবলমাত্র 1 কেজি রেশম উৎপাদনের জন্য 6500 টি রেশমকীটকে জীবন্ত অবস্থায় সেদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে, যার অর্থ দাঁড়ায় যে কেবলমাত্র একটি সিল্কের শাড়ি বানাতে 10-15,000 টি রেশমকীট হত্যার প্রয়োজন পড়ে। এর থেকে বোঝা যায় যে আমরা এক বছরে কোটি কোটি রেশমকীট নির্দয়ভাবে হত্যা করি। আমাদের কি সত্যিই এতটা নিষ্ঠুর হওয়ার প্রয়োজন আছে, যেখানে কিনা আমাদের কাছে অন্যান্য অনেক বিকল্প পন্থা আছে? ইতিমধ্যে আমরা নিজেদের লোভ চাহিদা চরিতার্থ করতে গিয়ে বহু রেশমকীট প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি, যে প্রজাতি গুলো বাণিজ্যিক ভাবে আমাদের কাছে খুব একটা লাভজনক ছিল না।

পরিবেশ

51% এরও বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন হয় দুগ্ধ এবং মাংস উৎপাদন শিল্প থেকে। প্রতি সেকেন্ডে 1.5 একর বনাঞ্চল খালি করতে হয় পশুর খাদ্য চাষের জন্য। দুগ্ধ এবং মাংস উৎপাদন এর জন্য গড়ে 10-20 গুণ বেশী শস্য (জমি) প্রয়োজন হয়, যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বিশ্ব খাদ্য সংকট, জল সংকট এর মতো ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। পশু চাষ পরিবেশ ধ্বংসের অন্যতম বৃহৎ কারণ। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য ও সুষ্ঠ পরিবেশ এর জন্য এটি হুমকি স্বরূপ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে দায়ী।

মহাসাগর

প্রতিদিন আমরা প্রায় 7.5 বিলিয়ন(সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার সমান) সামুদ্রিক জীব হত্যা করি। বিজ্ঞানীগন বলেন মানুষের হস্তক্ষেপ এর ফলে আগামী 28 বছরে সমুদ্র খালি হয়ে যাবে। পৃথিবীর 70 শতাংশ অক্সিজেন সমুদ্রে ভাসমান প্লাঙ্কটন এবং প্রবালপ্রাচীর থেকে উৎপন্ন হয় যেটা জীবন ধারণ এর জন্য অপরিহার্য , কিন্তু তার পরেও আমরা সেটা ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছি।

YV Care

স্বাস্থ্য

পশুজাত খাবার আজকালকার ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এর মত রোগ এর অন্যতম কারণ। তৃণ ভোজী আহার স্বাস্থ্যসম্মত, স্বয়ংসম্পূর্ন এবং রোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক। তৃণভোজী খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করে বহু মানুষ সুস্থ জীবন যাপন করছেন।

ডাক্তারের উপদেশ

পুষ্টি জ্ঞান সম্পন্ন বুদ্ধিমান ডাক্তারেরা তৃণভোজী / ভেগান খাদ্যাভ্যাস সুপারিশ করেন। 60-70% ভারতীয় দুগ্ধ শর্করা অসহিষ্ণু, যেটা তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কে প্রভাবিত করে। দুগ্ধ এবং মাংস ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। আমাদের উচিত নানাবিধ উদ্ভিদ জাত খাবার যেমন ফল, শাক সবজি, শস্য, ডাল, বাদাম, বীজ জাতীয় খাবার গ্রহণ করা।

আরো জানুন

ভারতীয় ভেগান দলসমূহ।

events@yvcare.in

+91 8928302122